সংবাদ

তারিখ ... 16/10/84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৩৯১

সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করুন

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সময়মত শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করতে যাঁরা হরহামেশা নসিহত করেন তাঁরাই যদি পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়ে মূল্যবান (বিনিয়োগের অর্থে) শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত করেন তাহলে দোষ দেয়া হবে কাকে? পরীক্ষা পেছানোর জন্য আগে দায়ী করা হতো ছাত্রদের। এই প্রথম উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ মানতে যেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। তাও একবার নয়—অল্প দিনের ব্যবধানে পর পর দু'বার। বিভিন্ন আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকেও সময়মত পরীক্ষা দিতে ছাত্রদের সাম্প্রতিক আগ্রহকে অবশ্যই সুস্থ লক্ষণ বলতে হবে। এই পটভূমিতে পরীক্ষা পেছানো পুরো প্রক্রিয়ার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

সর্বশেষ সময়সূচী অনুযায়ী ১৯৮২ সালের মাষ্টার ডিগ্রী শেষ পর্বের পরীক্ষা ১৯৮৪ সালের ২০শে অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে ১৯৮৫ সালের জানুয়ারীতে শেষ হবে। আগের ধারা অব্যাহত থাকলে কোন কোন বিভাগের ফল বেরুতে '৮৬ সাল চলে আসবে। পরীক্ষা পেছানোর জন্য চাকরিপ্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স ইতিমধ্যে ২৫ থেকে ২৭-এ বাড়ানো হয়েছে। পরীক্ষা পেছানোর নতুন উপসর্গ বজায় থাকলে শিগগিরই বয়সসীমা ত্রিশের কোঠায় উন্নীত করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, দুই বছরের শিক্ষা কোর্স ছয় বছর পর্যন্ত চালানোর সামর্থ্য এই গরীব দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে ক'জনের আছে? উচ্চশিক্ষাকে তো ইতিমধ্যেই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। এরপরে নিম্নবিত্ত তো বটেই মধ্যবিত্তের জন্যও এর দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

সরকারী কর্তৃপক্ষ অবশ্য সরাসরি পরীক্ষা পেছাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার জন্যই এসব পরীক্ষা পেছাতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করা যে কোন দিক থেকেই অভিপ্রেত নয় কর্তৃপক্ষকে তা বুঝতে হবে। কোন আন্দোলন উপলক্ষে ক্যাম্পাসের অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে কিনা তা শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সিনেট-সিন্ডিকেটই ভাল বুঝবেন। এ ব্যাপারে তাদের ওপর অবশ্যই আস্থা রাখতে হবে। গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার জন্য উর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ সত্ত্বেও তা বন্ধ করা হয়নি এবং পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি।

ছাত্রদের সরাসরি রাজনীতি করা উচিত নয় বলে কর্তৃপক্ষ বার বার বলে থাকেন এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক সংঘাতে ছাত্রদের অংশগ্রহণে পরিস্থিতি যাতে বিপজ্জনক হয়ে না পড়ে এই আশংকারই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে পরোক্ষভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আমরাও বিশ্বাস করি যে, অধ্যয়নই ছাত্রদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। লেখাপড়া ছেড়ে ছাত্রদের রাজনীতি করার পক্ষপাতী আমরা নই। কিন্তু অতীতে ৫২,৬২,৬৯,৭১ সালে দেশের ক্রান্তিকালে ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে কে খাটো করবেন? এখন কি কেউ ছাত্রদের তখনকার ভূমিকার বিরোধিতা করবেন? যে দেশে অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর, আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে উন্নত করার উপায় সম্পর্কে অনবহিত, রাজনীতির কুটিল মারপ্যাঁচ সম্পর্কে অজ্ঞ সেখানে এসব ব্যাপারে মোটামুটিভাবে সচেতন ছাত্রসমাজ কি সংকটকালে একেবারেই নির্বিকার থাকতে পারেন? লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এখন যারা ছাত্রদের রাজনীতির বিরোধিতা করছেন এক সময় তাঁদের অনেকেই ছাত্রকালে রাজনীতি করেছেন। তারা যদি সত্যি সত্যি ছাত্র রাজনীতির বিরোধী হন তাহলে নিজেরা তাদের নীতির সমর্থক ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেছেন কেন? কথা ও কাজের এই স্ববিরোধিতা ত্যাগ করতে হবে। আসলে যেটা প্রয়োজন তা হলো ছাত্ররা যাতে দিকভ্রান্ত হয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত না করে এবং অস্ত্রের ঝনঝনানিতে ক্যাম্পাস ও সমাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাদের সঠিক পথে পরিচালনা। কারা ছাত্রদের বিপথে পরিচালিত করে, কোথা থেকে তথাকথিত ছাত্ররা অস্ত্র পান তা কি কর্তৃপক্ষের একেবারেই অজানা? অজানা থাকলে এটা সংশ্লিষ্ট মহলের ব্যর্থতা। আর জানা থাকলে কেন তাদের ধরা হচ্ছে না? কোথায় এই স্বার্থের সংঘাত? আসলে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এবং রাজনীতিকরা নিজেরা যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেন তাহলে ছাত্রদের নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই। এমনকি রাজনৈতিক প্রশ্নে ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বা সংকটকালে তারা গঠনমূলক ভূমিকা পালন করলেও কোনরকম হানাহানির আশংকা নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বা পরীক্ষা পেছানোরও প্রয়োজন হবে না।

ছাত্ররা যে যথাসময়ে শিক্ষাজীবন শেষ করতে চান গত ২৭শে আগষ্ট বিরোধী দলের হরতালের দিনেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব-নির্ধারিত বিএ পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ তা সমর্থন করেছেন। নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য এখন কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসতে হবে।

ইতিমধ্যে যে চারটি শিক্ষাবছর পিছিয়ে গেছে তাকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে এনে নিয়মিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কোন্ বছর থেকে তারা শিক্ষাবর্ষ নিয়মিত করতে পারবেন তা আগে নির্ধারণ করে এগোতে হবে। এটি হয়ত ২/১ বছরের মধ্যে করা যাবে না। কিন্তু উদাহরণ হিসেবে ১৯৯০ সালের মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা সে বছরই অনুষ্ঠানের জন্য এখন থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না কি? এব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতর একত্রে বসে ছক তৈরী করতে পারেন বলে আমরা মনে করি। এই ছক যাতে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় সিন্ডিকেটকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সময়মত শিক্ষাবর্ষ শুরু ও শেষ হতে না পারার একটি কারণ হলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হবার পর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় ছাড়া ভর্তিসূচী। আমরা মনে করি মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি এবং শিক্ষাবর্ষ শুরুর ব্যাপারে অধিকতর সমন্বয় প্রয়োজন।

তাছাড়া ৭০-এর গোর্কি বা ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মত কোন জাতীয় দুর্যোগ বা সংকটের জন্য কখনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখতে হলে পরে অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে এবং যথাশিগগির সম্ভব শিক্ষাবর্ষকে নিয়মিত করে নিতে হবে। তবে সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কিছুটা তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ আমাদের নিত্যসঙ্গী। এসবকে নিয়েই হয়ত আরও কিছুদিন আমাদের চলতে হবে। কিন্তু এজন্য কোন মহল থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস বন্ধ বা পরীক্ষা পিছানো ঠিক হবে না। এতে আমাদের শিক্ষার্থী তথা দেশের দুর্ভোগই শুধু বাড়বে।

0- 025